দৈনিক সংবাদ

13

OCT. 1-2 1999
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 5 কলাম 2

মহীপুর হাজী মহসীন কলেজে ছাত্র ও শিক্ষক সংকট

আমিনুল হক বাবুল জয়পুরহাট থেকে ঃ মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত মহীপুর (পাঁচবিবি) হাজী মহসীন সরকারি কলেজটি একই সঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্র সংকটের কবলে পড়েছে। জেলার আশপাশের বেসরকারি কলেজগুলোতে পরীক্ষায় নকল চর্চায় অবাধ স্বাধীনতা ও সুযোগ থাকায় সরকারি কলেজগুলোতে আশঙ্কাজনকভাবে ছাত্র-সংখ্যা কমছে। মহীপুর কলেজ ও নকল-জনিত সুযোগের অভাবে ছাত্র ঘাটতির শিকার বলে শিক্ষকেরা জানান।

পাঁচবিবি থানা সদর থেকে দু কিলো-মিটার পূর্বে মহীপুর কলেজ অবস্থিত। পাকা রাস্তা থাকায় চলাচলের অসুবিধা নেই। ছাত্রছাত্রীদের জন্য কলেজের নিজস্ব বাস আছে। কলেজের মূল সমস্যা প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। কলেজে মোট শিক্ষকের পদ রয়েছে ৪৭। বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা অর্ধেক। লাইব্রেরিয়ানকে হিসেবে ধরলে শিক্ষকের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ২২। কলেজে সহযোগী অধ্যাপকের পদসংখ্যা ৮টি। আছেন মাত্র একজন। হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত একমাত্র সহযোগী অধ্যাপক আগামী নভেম্বর '৯৯ মাসে এলপিআর-এ যাবেন। তখন সহযোগী অধ্যাপকের ৮টি পদই শূন্য থাকবে। সহকারী অধ্যাপকের পদ ১৪টি থাকলেও কর্মরত আছেন ১০ জন, ৪টি পদ শূন্য। ২২ জনের ক্ষেত্রে আছেন ১৪ জন, ৮টি পদ শূন্য রয়েছে।

প্রায় দু বছর থেকে মহীপুর কলেজে অধ্যক্ষ নেই। উপাধ্যক্ষের পদও শূন্য। বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করছেন অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যা-পক মোঃ সিরাজুল হক। এই কলেজের একটি স্থায়ী সমস্যা হলো অধ্যক্ষ কেউ এখানে ঠিকমতো থাকে না।

প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় বিভিন্ন বিষয়ের ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘদিন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কলেজে বাংলা ইংরেজি অর্থনীতি দর্শন রাষ্ট্র বিজ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগে সহযোগী অধ্যাপকের পদ আছে, শিক্ষক নেই। সহকারী অধ্যাপক নেই বাংলা ইংরেজি কৃষি ও হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে। অর্থনীতি বিভাগে ২জন, দর্শনে ২জন, বাংলায় ১জন, ফিজিক্সে ১জন, বোটানিতে ১জন ও ব্যবস্থাপনায় ১জনসহ মোট ৮ জন প্রভা-ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

কলেজে অন্যতম সমস্যা আগের মতো ছাত্রভর্তি হচ্ছে না। সরকারি কলেজে পরীক্ষার সময় নকলের অবাধ সুযোগ না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা এ কলেজে ভর্তি হতে অনীহা দেখায়। অনেক অভিভাবকেরও এতে সায় থাকে বলে মনে হয়। এককালে শত শত ছাত্রছাত্রীর আনাগোনায় মহীপুরের কলেজ ছিল সরগরম, কোলাহল মুখর অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, চলতি বছর একাদশ শ্রেণীতে সকল বিভাগের মিলি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৭৯ জন। দ্বাদ শ্রেণীতে একটু বেশি ২শ' ৫০ জন। ডি ক্লাসে নতুন ছাত্র ভর্তি হয়নি। আলোচনা কালে কয়েকজন শিক্ষক জানালেন, তা ডিগ্রি ক্লাসে ছাত্র ভর্তির চেষ্টা করছেন ১৯৯৫ সাল অবধি এখানে ডিগ্রির ছাত্রছাত্র ছিল। '৮৮-৯০ সাল পর্যন্ত ডিগ্রি পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল এখানে। এখন ছাত্রই নেই।